তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায় (জ. ১৯৮০) ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। প্রথম জীবনে সাংবাদিকতা করেছেন। বর্তমানে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ওঁর রক্তে গদ্য— কালচে, ঘন। গত বছর পনেরো লেখালিখি থেকে দূরে। আবার লিখছেন তৃণাঙ্কুর। এইখানে রইল ওঁর নতুন তিনটি গল্প। পড়ে ফেলুন।

গল্প ১

রঙিন বাক্স

দরজা খুলেই একটু অবাক হয়েছিল ধূর্জটি। এইসময়ে জিনিয়ার আসার কথা নয়। যদিও কলেজের ছেলেপুলেগুলো আজকাল যখন-তখন এসে উপস্থিত হচ্ছে।

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দূরত্ব রাখা কতটা জরুরি, সেটা অনেকের কাছেই তাকে শুনতে হয়েছে ইদানীং। ব্যানার্জিবাবু সেদিন তো বললেনই, 'ধূর্জটি, তোমার লাইফ, আমার কিছু বলার নেই, তবে ছেলেছোকরাদের বাড়িতে ঘনঘন ডাকছ শুনছি, এত তোল্লাই দিচ্ছ তো, যেদিন ফাটিয়ে কেস খাবে, বুঝবে! অন্তত মেয়ে-টেয়েগুলোকে একা বাড়িতে আসতে দিও না। ওদিকে বউমাও তো আর আজকাল থাকেন না শুনছি...।' তারপর এগোতে শুরু করতে গিয়েও থেমে দেঁতো হেসে ব্যানার্জি বললেন, 'একা ছেলেগুলোকেও ঢুকতে দিও না, বুঝলে-না? আজকাল তো সবেতেই নিন্দে হচ্ছে। যদিও তোমার আর নতুন করে কী হবে?'

অতি হারামি লোক ব্যানার্জি, একে তো অকারণ কথা বলার রোগ, তায় ডোনার ব্যাপারটা শোনানোর কোনো সুযোগ ছাড়েন না। যেন কত জরুরি বিষয় বলার আছে, আসলে অকারণে কাঠি করায় এঁর বিশেষ সুখ। সবাই বলে ব্যানার্জির ল্যাজে যে-হুলটা আছে, সেটার বিষটা নাকি মাঝেমধ্যে কারো ওপর না ঝাড়লে সাংঘাতিক অম্বল হয়।

তবে কথাগুলো উড়িয়ে দিতে চেয়েও নির্যাসটুকু মনে থেকে গিয়েছে ধূর্জটির। এরকম কিছু মাথা থেকে চট করে বার করা যায় না। মানুষেরই তো মন। এই তো, গত মার্চেই ভূগোলের সন্তোষ এমন কেচ্ছা বাঁধাল, চাকরি যায় যায়।

যাই হোক, ডোনা ব্যায়ামের মাস্টারের সঙ্গে প্রেম করে পালিয়ে যাওয়া ইস্তক ধূর্জটি একাই থাকে। তাতে এমনিতে কিছু না। বাজারেও গুজব ডোনা চলে যাওয়ায় নয়, ব্যায়ামের মাস্টারের সঙ্গে যাওয়াতে তার গায়ে বেশি লেগেছিল। ভালোবাসা সেরকম ছিল কই? কিন্তু খালি বাড়িতে একা আজকাল যেন আর সেরম ভালোও লাগছে না ধূর্জটির। বিশেষ করে এই গরমের ছুটির সময়টা কিছুই যেন করার থাকে না। ঝগড়াঝাঁটি করলেও তো কিছু-একটা করা হয়।

সকালে এসে দুলালি ঘর মুছে, বাসন মেজে, রান্না করে, রুটি বানিয়ে ক্যাসেরোলে রেখে, বারোটা নাগাদ বেরিয়ে গেছে পরের কাজের জন্য। দুলালির সব রান্না একইরকম খেতে। তবে চিকেনের ঝোলটা তাও চলে যায়। ধূর্জটির অবশ্য এসব ব্যাপারে বিচারবিবেচনা কম। মাংসই তো, রান্নাটা যা-ই হোক। সদ্য বড়ো দেখে কয়েকটা পিস থালায় তুলে রুটি নিতে যাবে, এরকম সময়েই জিনিয়ার বেল। কম্পিউটারে পূর্ব ইউরোপীয় মুক্ত সমাজের একটা উন্মুক্ত দলিল গোছের সিনেমাও চাপিয়ে এসেছিল, স্পেসবার টিপলেই চলবে।

দুপুরের দিকে তো এমনিতেই কেউ বিশেষ আসে না। কিন্তু জিনিয়া এসেছে। কেন? ব্যানার্জির কথাটা শোনার পর থেকে ধূর্জটির একটু ভয় হয়েছে, আর সন্দেহও। নাহলে খুশিই হওয়ার কথা। জিনিয়া লম্বা, রোগাটে, চোখগুলো কত কী যেন বলতে চায়। তাও একা জিনিয়াকে দেখে ধূর্জটির আজকে একটু ধন্ধ হয়। এখন কি বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া উচিত হবে মেয়েটাকে?

বিকেলে সূর্য একটু ঢলে পড়লে ধূর্জটির বাড়িতে জমায়েত হয় তার ছাত্রছাত্রীরা। তখন এলে তো কোনো মুশকিল হয় না। দুপুরের এই ভ্যাপসা রোদ্দুরেই-বা কেন? তবু জিনিয়ার বড়ো বড়ো চোখের মধ্যে আজকে যেন একটা দুশ্চিন্তার ছায়া, খেয়াল করে ধূর্জটি।

টানটান বাঁধা খোঁপাটার মধ্যে গোঁজা পেনসিলটা ঠিক করে, কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম কবজির পিঠ দিয়ে অবহেলার সঙ্গে মুছে জিনিয়া ধূর্জটির চোখে তার দিঘিসুলভ চোখ রেখে বলে, 'বড়ো একটা বিপদে পড়ে তোমার কাছে এলাম ধূর্জটিদা, কী করব একেবারেই বুঝতে পারছি না...।'

মেয়েটা বড়ো ভালো, অনেক দিনই ধূর্জটির মনে হয়, আজ বেচারা একটা বড়ো সমস্যায় পড়েছে নির্ঘাত, তাই এসেছে। সেবার কলেজের থিয়েটারে জিনিয়াকে প্রধান মহিলা চরিত্রটা দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু ওর তিনটে স-এর উচ্চারণ একই হওয়ায় দেওয়া যায়নি। ধূর্জটির মনে পড়ে যায়, তখনও ওকে এতটা যেন বিচলিত দেখায়নি। ধূর্জটি কমিটির সঙ্গে তর্কও করেছিল, আঞ্চলিক বাচনভঙ্গিগুলোকেও সমাজের মূলস্রোতে

নিয়ে আসায় শিক্ষকদের দায়িত্ব নিয়ে। যাই হোক, জিনিয়ার দুশ্চিন্তা দেখে ধূর্জটি মাংস-রুটির ব্যাপারটা একেবারেই ভুলে গেল। দরজা ছেড়ে নরম গলায় বলল, 'আয় জিনিয়া, বল তো কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

ধূর্জটির বাড়িঘর অগোছালো। ডোনা এককালে গুছিয়ে রাখত বটে, কিন্তু তারপর কেউ আর সেই অবান্তর চেষ্টা করেনি, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। মাঝেমধ্যে ধূর্জটি বই-টইগুলো তুলে রাখলেও, দিন কয়েকের মধ্যেই আবার আগের দশায় ফিরে গিয়েছে। সামনের দরজা খুলে প্রথমেই বসার ঘর। ঘরের মাঝখানে একটা বেতের টেবিল, তার ওপরের কাচটায় বেশ কিছু দিন একটা আড়াআড়ি চিড় ধরেছে, ধূর্জটি বদলাবে ভেবেও বেমালুম ভুলে গেছে। ঘরের চারদিকে কয়েকটা বেতের মোড়া আর মাটিতে পাতা গদি ও তাকিয়া, গদির ওপরে ঢাকা দেওয়ার চাদরগুলো এবার না কাচলেই নয়।

ঝোলাব্যাগটা সযত্নে টেবিলের ওপর নামিয়ে একটা মোড়ায় জিনিয়া বসল। ধূর্জটিও একটা মোড়া টেনে এনে তার সামনে বসে একটা সিগারেট ধরাল।

'এবার বল, কী হয়েছে? হঠাৎ এইসময়ে এলি?'

জিনিয়া একটু দ্বিধায়। কী-একটা বলতে গিয়েও বলতে পারছে না। ধূর্জটি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়ার রিং ছাড়ে আলগোছে, সেগুলো ঘুরতে ঘুরতে বড়ো হয়ে পশ্চিমের জানালাটার সামনের একচিলতে রোদ্দুরের মধ্যে মিলিয়ে যায়। ধূর্জটি সেদিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে, ব্যাপারটা ঠিক কী। যদিও জিনিয়ার আসায় দিনটাই যেন একটু বদলে গিয়ে একটু নরম হয়ে গেছে। ফলে, যাই হোক, খারাপ লাগছে না।

'আদিকে কয়েক দিন পাওয়া যাচ্ছিল না তুমি জানতে বোধ হয়...?'

হালকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় ধূর্জটি। একটু আগের ভালো লাগাটা হঠাৎ যেন একটু পানসে লাগে তার। আদি, ওরফে আদিত্য, একটি অকালকুষ্মাণ্ড ছোকরা। জিনিয়ার বয়ফ্রেন্ড। আদিত্যর বাবার কোল্ড স্টোরেজের ব্যাবসা থাকায় তার বখাটে হামবড়া ভাব সবসময়ে। তেলো চাপড়ে শিখর খায়, পকেট থেকে চিরুনি বার করে বাবরি চুল আঁচড়ায় আর টাইট গেঞ্জি পরে বাইক চালায়। সেসব যদিও-বা ঠিক ছিল, কথায় কথায় বাংলার মধ্যে হিন্দি ঢুকিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা, যেটা ধূর্জটির বিচ্ছিরি লাগে। একবার সে থাকতে না পেরে আদিত্যকে বলেছিল, 'এরকম কথায় কথায় হিন্দি বল কেন?' সেই থেকে ফাটাফাটি চ্যাঁচামেচি। আদিত্য তো আর তার কলেজের ছাত্র নয় যে সব কিছু মেনে নেবে। সেও উলটে বলেছিল, 'আর আপনি যে সব কথায় বেমতলব ইংরিজি ঘুসিয়ে দেন, সেটা ঠিক আছে তো?'

আদিত্যর প্রসঙ্গ ওঠায় তাই ধূর্জটির ভুলে-যাওয়া খিদেটা আবার চাগাড় দিয়ে ওঠে। তবে মুখে তা না দেখিয়ে ধূর্জটি বলে, 'কোনো খোঁজ পেলি ওর?' যদিও এই বিষয়ে কোনো কৌতূহলই তার নেই। এবং আদিত্যকে না পাওয়া গেলেই যে সমাজের বেশি উপকার, সেই ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই।

চোখের সামনে থেকে চুলগুলো সরিয়ে কানের পেছনে গোঁজে জিনিয়া। তারপর ইতস্তত করে বলে, 'কী করে বোঝাব বুঝতে পারছি না ধূর্জটিদা, ব্যাপারটা নিজেও যে খুব ধরতে পারছি, তা নয়। তোমার কাছে ছাড়া কারোর কাছে এখনও বলিনি, কেউ আর ধরতে পারবে কি না, তা-ও জানি না। তুমি ছাড়া এখানে কেই-বা আছে যে বুঝতে পারবে?'

ধূর্জটি একটু নরম হয়ে বলে, 'গুছিয়ে বল কী বলছিস? হয়েছেটা কী?'

'আমাকে অবিশ্বাস করবে না তো ধূর্জটিদা? ভাববে না তো তোমার জিনিয়া পাগল হয়ে গিয়েছে?'

জিনিয়ার গলার গভীর আন্তরিকতা শুনে এবার মনটা একেবারেই গলে যায় তার। এই যে একটা সরল ভরসার জায়গা। জিনিয়াকে অনেকেই বোঝে না।

'তুই বলে তো দেখ এক বার। তোর মনে হয়, আমি তোর কথায় ভরসা করি না?'

'ধূর্জটিদা, আদি একটা বাক্সে ঢুকে গেছে।'

একটু হতভম্ব হয়েই তাকায় ধূর্জটি। 'আদিত্য বাক্সে ঢুকে গেছে মানে? কোন বাক্সে?'

'আমি জানি না তুমি বিশ্বাস করবে কি না। গত পরশু সন্ধ্যেয় ফিরেছি, মা বলল আমার নামে একটা বাক্স এসেছে। একটা মাঝারি ধরনের ব্রাউন পেপারে মোড়া প্যাকেট, বুঝলে? খুলে দেখি ভেতরে প্লাস্টিকের খাপে একটা রঙিন বাক্স। খুব বড়ো না। এই ধরো এরকম।' হাতের তেলোটা পেতে দেখায় জিনিয়া। 'ঠিক রঙিন বলাটাও মুশকিল... এক ধরনের বাক্স হয় দেখেছ-না? নাড়লে ভেতরে কীসব গুলিয়ে ওঠে?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় ধূর্জটি। প্রসঙ্গটা ঠিক বুঝতে পারছে না। উশখুশ করে সে। জিনিয়ার মুখের দিকে একটু সাবধানেও তাকায়। কোথায় যাচ্ছে এটা? মশকরা-টশকরা করছে না কি? যদিও জিনিয়াকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। নিষ্পাপ দুটো চোখ আবেগে টলটল করছে।

'...ওরকমই একটা কাচের বাক্স। বলে ঠিক বোঝাতে পারব না। কিন্তু খুব অদ্ভুত দেখতে জান তো, এরকম কিছু দেখিনি আগে। অনেকক্ষণ দেখেও কিছু বুঝলাম না। রাতে খাটেই ওটা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাতে হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। শুনি একটা আলতো টোকা। খুবই আলতো। মানে, ধরো, দিনের বেলা হলে বোধ হয় শুনতে পেতাম না ঠিক করে। কিছু বুঝতে পারছি না কোথা থেকে আসছে, কিন্তু খুবই কাছে। আলো জ্বেলে সব দিক দেখলাম। কোথাও কিছু নেই। আলো নেভালাম। আবার সেই আওয়াজ।'

অনেক চিন্তা দ্রুত খেলে ধূর্জটির মাথায়। জিনিয়ার হয়তো মাথায় একটু সমস্যা আছে, আগে বুঝতে পারেনি? কিন্তু যদি তা-ই হয়, তা হলে এখন কী করা উচিত তার? একটু সন্তর্পণে বলে, 'তুই কী যেন বলছিলিস? আদি বাক্সে ঢুকে গেছে না কী? সেটা কী?'

'হ্যাঁ, মানে সেটাই বলছি। তো যাই হোক, এরকম কয়েক বার হওয়ার পর বাক্সটার দিকে চোখ গেল। দেখি, তুমি বিশ্বাস করবে না, ভেতরে দেখি আদি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এই ধরো, একটা আঙুলের মতো লম্বা। আমি প্রথমে ভেবেছি ওটা টিভির মতো একটা স্ক্রিন হবে। কিন্তু তুলতে গিয়ে বাক্সটা কাত হতেই দেখলাম ভেতরে আদিও একটু হেলে গেল... তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথাটা, তাই না ধূর্জটিদা? মানে, আমারও হয়নি। কিন্তু দেখার পর কী বলব?'

ধূর্জটি এবার ভেবে পায় না এখন তার কী করা উচিত। এরকমই কিছু-একটা যে বলতে চলেছে জিনিয়া, সেরকম সন্দেহ হতে শুরু করেছিল তার। কিন্তু সত্যিই যে এমন আবোল-তাবোল বকবে, তা ভাবেনি। নিশ্চয়ই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে, অথবা খুবই নিরেট ধরনের কোনো ইয়ার্কি মারছে, বন্ধুরা লুকিয়ে-টুকিয়ে আছে কোথাও আশেপাশে। দুটোর কোনোটাই খুব ভালো কথা নয়। তা ছাড়া এরকম আশ্চর্য কথাগুলো অবলীলায় বলেই-বা কীভাবে জিনিয়া? অবশ্য রিহার্সালে অভিনয় তো ভালোই করেছিল সেবার, স-এর দোষটা না থাকলে। চেয়ার থেকে ওঠার জন্য নড়ে বসে ধূর্জটি, ব্যাপারটার একটা তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি দরকার। খেতে যাচ্ছি বললে হয়তো কাজে দেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ঝোলাব্যাগের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা মাঝারি গোছের বাক্স বার করে এনেছে জিনিয়া, তার মধ্যে সত্যিই কীসব রঙিন ধোঁয়া পাক খাচ্ছে।

'সঙ্গে নিয়ে এসেছি ধূর্জটিদা। তুমিও যে বিশ্বাস করবে না আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। আমি হলেও কি করতাম? কিন্তু তোমার

কাছে ছাড়া কার কাছে পরামর্শ চাইব বলো? আর কে আছে এরকম ওপেনমাইন্ডেড?'

চোখে আজকাল অনেকটাই ঝাপসা দেখে ধূর্জটি। কিন্তু তার এটাও বদ্ধমূল ধারণা যে চশমা পরলে তাকে একটু বেশি বয়স্ক লাগে। একটু ঝুঁকে পড়ে ভুরু কুঁচকে তাকায় সে। ঠিক কী এটা? নিশ্চয়ই একটা-কিছু ভাঁওতা রয়েছে এসবের মধ্যে। তবে বাক্সটা খুব সাধারণ নয়। পাক খাওয়া রংগুলোর ক্রমাগত বদলে যাওয়া বিন্যাস মনটাকে একটু আচ্ছন্ন করে তুলছে। কিছু-একটা মায়াময় যেন রয়েছে এটার মধ্যে। সত্যি কথা বলতে, এরকম কিছু ধূর্জটি দেখেনি আগে। রংগুলো পাকাতে পাকাতে একটু হালকা হয়ে একটা ছবি ফুটে ওঠে এর মধ্যে— 'এ তো একটা প্রান্তরের মতো কী-একটা দেখছি মনে হচ্ছে রে জিনিয়া। কী সুন্দর একটা মাঠ! ওগুলো কী ঘুরছে রে, বাঘ? ওই দেখ! একটা হরিণ তাড়া করেছে বাঘগুলো!'

ছবিই তো যেন, কিন্তু বড্ড জীবন্ত। এতটাই সুন্দর বাক্সর ভেতরের ছবিটা, যে ধূর্জটি তার এতক্ষণের সন্দেহ আর আপত্তি অনেকটাই ভুলে গেছে। জিনিয়াও বাক্সটার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকায়। বলে, 'কোথায়, ঘর তো... তুমি ঘরটা দেখতে পাচ্ছো না ধূর্জটিদা?'

'ঘর নাকি?' উঠে জানালার পাশের তাক থেকে চশমাটা নিয়ে আসে ধূর্জটি। ব্যাপারটা খুঁটিয়ে বোঝা দরকার। জিনিয়া যে পুরোপুরি মজা করছে না, সেটা বুঝতে পেরেছে সে। আর সত্যিই তো কী অদ্ভুত বাক্সটা...

'আমিও কিন্তু মাঝে মাঝেই আদিকে দেখতে পাই না—' একটু ভেবে বলে জিনিয়া, 'এই তো, কাল সন্ধ্যেবেলা দেখলাম একটা ভীষণ মোটা বেড়াল টেবিলের ওপর থেকে মাছ চুরি করার চেষ্টা করছে, আর পারছে না। কী মোটা ভাবতে পারবে না! এতো মোটা আর হাস্যকর, বার বার পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে আর নানা রকমের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করছে। খুব হাসলাম! তারপর আরেকটা বেড়াল দেখলাম, সেটা আবার বদমেজাজি, কিন্তু সাংঘাতিক বোকা।' বেড়ালের কথা মনে পড়ে গিয়ে জিনিয়া একটু অন্যমনস্ক হয়ে হেসে ফেলে। 'তুমি তো জানই আমি বেড়াল কত ভালোবাসি! যাই হোক, একটু অন্য দিকে তাকিয়েছিলাম, তারপর ফিরে দেখি আদি ভেতর থেকে হাত নাড়ছে। আমি কথা বললে মনে হল বুঝতে পারছে, জানো তো? কিন্তু ওর কথা কিছুই শোনা যায় না।'

চোখ পাকিয়ে আবার বাক্সের মধ্যে তাকায় ধূর্জটি। ভেতরের ছবিটা এবার বদলে গিয়েছে। আগের থেকে যেন আরও অনেকটা পরিষ্কার এবার। একেবারেই জীবন্ত। সত্যিই এবার একটা ঘর, তাতে ইতস্তত সুদৃশ্য আসবাব, পেছনে একটা খাটে পরিপাটি করে পাতা চাদর। খাটের পাশে কাঠের টেবিলের সামনের ঘোরানো চেয়ারটায় আদিত্য বসে তার দিকে হাত নাড়ছে। কীসব যেন উত্তেজিত হয়ে অনর্গল বলেও যাচ্ছে, যার কিছু শোনা যাচ্ছে না। মুখে সেই বিরক্তিকর কান পর্যন্ত হাসিটা। আর গায়ে সেই মার্কামারা টাইট গেঞ্জি, আজকাল দিনরাত বিরিয়ানি খেয়ে একটা অশ্লীল ভুঁড়িও হয়েছে, সেটা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। পুরো ব্যাপারটা দেখে হঠাৎ রাগ হয়ে যায় ধূর্জটির— 'আদিত্য, তুমি ওখানে কী করছ? কোথায় বসে আছ? জায়গাটা কোথায়? এটা কি প্রোজেকশন হচ্ছে কোথাও থেকে?' বেচারা মেয়েটাকে এরকম চিন্তায় ফেলে কুলাঙ্গার ছেলেটা দিব্যি কোথাও একটা আরামে বসে আছে দেখা যাচ্ছে।

আদিত্য উত্তরে আবার অনেক কিছু বলল, তার কিছুই বোঝা গেল না।

'এটাই হচ্ছে, বুঝলে তো, কী বলছে বুঝতে পারছি না। কান লাগিয়েও একটা পিনপিনে শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। তবে আমি জানি এটার ভেতরেই রয়েছে ও। জানি তুমি বিশ্বাস করছ না। তাও।' জিনিয়া এক নিশ্বাসে বলে যায়। বাক্সর ভেতরে আদিত্যও দেখা গেল কিছু বোঝাতে না পেরে একটু হতাশ হয়ে পড়েছে।

ধূর্জটিরও বেশ বিভ্রান্ত লাগে। তার মাথা কাজ করছে না আর। সত্যি কথা বলতে, এরকম আশ্চর্য কিছু কোনোদিন সে দেখেনি। বাক্সটা ঠিক কী? এলই-বা কোথা থেকে? জিনিয়া ঠিকই বলছে কি তাহলে? আদিত্য ওটার ভেতরেই? তাই-বা কীভাবে হয়? তারও কি মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি জিনিয়ার মতো! সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে তার। বাক্সটা হঠাৎ নিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে দেখে সে। জিনিয়া হাঁ হাঁ করে ওঠে, কিন্তু ততক্ষণে আদিত্য ঘরের কোনায় উলটে পড়ে ধূর্জটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

জিনিয়াও তার দিকে আহত চোখে তাকিয়ে আছে দেখে অনুতপ্ত গলায় ধূর্জটি বলে, 'আসলে সব কিছু কেমন অদ্ভুত ঠেকছে জিনিয়া, বুঝলি-না? তোর কথা আমি খুবই বিশ্বাস করি। কিন্তু হঠাৎ এরকম কিছু একটা শুনলে... বুঝলি-না? আমি আদির লাগতে পারে বুঝতে পারিনি।' তারপর একটু ভেবে বলে, 'তবে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

শোয়ার ঘরে গিয়ে খাটের তলার এককোনা থেকে একটা ঝুলমাখা ব্যাগ বার করে আনে ধূর্জটি। অনেক আজেবাজে জিনিসে ভরতি একটা ব্যাগ— যেরকম জমতে থাকা অবান্তর জিনিসে ভরতি ব্যাগ প্রায় সব সংসারের খাটের নিচেই দু-একটা পাওয়া যায় খুঁজলে। বাবা থাকতে প্রেসার মাপার জন্য একটা স্টেথো কেনা হয়েছিল বছর পনেরো আগে, একটু হাতড়াতেই একটা পুরোনো পাঁজির তলায় হাতে ঠেকে সেটা। স্টেথো নিশ্চয়ই সময়ে খারাপ হয় না? যদি মিহি আওয়াজটাকে যথেষ্ট ম্যাগনিফাই করা যায়, তাহলে শুনতে পাওয়া উচিত।

সত্যিই তা-ই। স্টেথোটা কানে লাগিয়ে অন্য দিকটা ধূর্জটি কাচে ঠেকাতেই শুনতে পায় আদিত্য ভেতর থেকে সরু গলায় বলছে, 'কী হিলালেন দাদা, হাড্ডি-টাড্ডি সব টুটে যাবে তো!'

বিতৃষ্ণার সঙ্গে স্টেথোটা জিনিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে ধূর্জটি বলল, 'নে, তুই-ই কথা বলে দেখ, কীসব বলছে।'

জিনিয়া স্টেথো কানে দিয়েই বলে, 'আদি, তুই আমাকে রেখে কোথায় গেছিস বল। আমি সারাদিন তোর কথা ভাবব আর তুই কখনোই ভাববি না? ভালোবাসার সব দায় কি শুধু আমারই? আমি কিন্তু ওরকম সহ্য করার মেয়ে নই।' তারপর কিছুক্ষণ কীসব শুনে আবার বলল, 'আমার কাছে বাক্সটা পাঠিয়ে দেওয়া মানেই আমার সঙ্গে থাকা? বেশ তো, আমিও নিজের একটা বাক্স নিয়ে নেব নাহয়, তোর বাক্সটাই দরকার হবে কেন!'

ধূর্জটি টেবিলের ওদিকে হাতে একটা বই তুলে পুরো ব্যাপারটার প্রতি অনীহা দেখানোর চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু তার কান এদিকেই। আদিত্যকে ভীষণ অখাদ্য লাগে, আর তা ছাড়া জিনিয়ার এরকম ব্যক্তিগত কথাবার্তা তার একটু অস্বস্তিকর লাগলেও, আজ যা ঘটছে সেটার ব্যাখ্যা ধূর্জটির কাছে নেই। কোনো নতুন বিজ্ঞান? জাদুবিদ্যা? হিপ্নোটিজ্‌ম গোছের কিছু? তাই-বা কী করে হয়? আদিত্যর কথা যদিও ধূর্জটি শুনতে পারছে না, জিনিয়ার একতরফা উত্তর থেকে সে কিছুটা অনুমান করতে পারছে কথোপকথনের সারবত্তা। মনে হচ্ছে যেন, আদিত্য বলছে সে নাকি অনেক ভেবে-চিন্তেই বাক্সে ঢুকেছে, এবং আর বেরোতে চায় না। ধূর্জটি কান আরও খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে। বাক্সের মধ্যে কী এরকম সাংঘাতিক আছে, জিনিয়া জিজ্ঞেস করছে। কথাটা আস্তে আস্তে বেশ ঝগড়ার আকার নিচ্ছে দেখে ধূর্জটি বলল, 'কী হল জিনিয়া? কী বলছে আদিত্য?'

উত্তেজিত হয়ে জিনিয়া কান থেকে স্টেথোটা খুলে চোখ মুছতে মুছতে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধূর্জটির উদ্দেশে বলল, 'ওকে বলে দাও, আমি চলে যাচ্ছি। ওর ইচ্ছে হলে ফিরবে, কিন্তু আমি অপেক্ষা করব, এটা যেন না ভাবে। আমার যাওয়ার অনেক জায়গা আছে।

ওর কাছে যদি আমার থেকে বাক্সটাই বড়ো হয়, তাহলে থাক ওটা নিয়ে।'

সব কিছুই ভয়ংকর উদ্ভট, আজ যা-ই ঘটছে, ভাবতে ভাবতে ধূর্জটি স্টেথোটা কানে লাগায়। কোথায় রুটি-মাংস খেতে খেতে এখন সামাজিক ছবি দেখবে ভেবেছিল! 'কী বলেছ ওকে আদিত্য? মেয়েটা এরকম করছে কেন?'

আদিত্য বলে, 'দাদা, এটা ওর নখরা। একটা ভালো কথা বললাম, শুনল না।'

'কী ভালো কথা?'

'ওকে বললাম, আমি তো আর ফিরব না, তুমিও এখানে চলে এসো। দারুণ জায়গা! সবসময়ে কিছু-না-কিছু হচ্ছে। টানটান উত্তেজনা দাদা, আপনাকে কী বোঝাব! এতদিন তো বাঁচিইনি, এখানে এসে বুঝতে পারলাম। আপনি একটু জিনিকে সমঝে দিন তো।'

ধূর্জটি চোখ ছুঁচোলো করে জিজ্ঞেস করে, 'এটা কোথায়? এই জায়গাটা? সেটাই তো বললে না। আর তুমিই-বা গেলে কী করে? কী হচ্ছে সবসময়ে ওখানে? আর তা ছাড়া তুমি এর মধ্যে জামা বদলালে কখন? গিটারই-বা বাজাতে শিখলে কবে?' বিলক্ষণ, আদিত্যর গায়ে একটা কায়দার জামা, আর সে কোলে একটা গিটার নিয়ে কথা বলতে বলতে টুংটাং করছে।

'আসবেন না কি আপনিও এখানে?' বলে চোখ মারে আদিত্য। তারপর ধূর্জটিকে আবার খাপ্পা হতে দেখে তাড়াতাড়ি বলে, 'গিটার তো এখানে এসে শিখলাম দাদা, কোনো সময়ই লাগে না এখানে নতুন কিছু শিখতে। আসুন-না আপনিও। আপনার মতোও অনেক সিরিয়াস লোক আছে এখানে দাদা। না আসলে বুঝবেন না। কেউ কেউ কবিতা বানিয়ে সবাইকে পড়াচ্ছে, কেউ কেউ সারাদিন ছবি আঁকছে। আর এখানকার লোকজন দেখতেও দেখবেন কত চিকনা! ঘাম-টাম হয় না তো। রোদ্দুরটাও নরম। এখানে সবাই খুব ভালোও। যেমন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, তেমন সবাই সবাইকে উৎসাহও দেয়।'

ধূর্জটি ভুরু কুঁচকে ভালো করে দেখে, আদিত্যকেও কেমন যেন আগের থেকে ফর্সা লাগছে, একটা যেন জেল্লা এসেছে। সত্যিই, বাক্সটার একটা গুণ নিশ্চয়ই আছে বলতে হবে। 'ঢোকে কোত্থেকে?' প্রশ্ন করে সে। জায়গাটার ব্যাপারে একটা গভীর কৌতূহল তৈরি হচ্ছে তার। এক বার ঢুকে দেখতে পারলে মন্দ হত না।

'আরে, সে তো খুব সহজ দাদা। একটা ছোটো ফুটো আছে ওই ধারের দিকে, ওখানে হাত ঠেকালেই টেনে নিচ্ছে। এমনিতে খালি চোখে দেখতে একটু অসুবিধে হয়। আপনি আসবেন? আমি দেখিয়ে দেব।'

'আর বেরোয়ও ওখান দিয়ে?'

'বেরোবেন কেন?' অবাক হয়ে তাকায় আদিত্য। 'এখান থেকে কেউই বেরোয় না তো। আরে দাদা, আপনি এখনও বুঝতে পারেননি দেখছি, এই জায়গাটা তো ওই জায়গাটাই! এই ঘরটা তো ওখানেও আমারই ঘরটা, শুধু আমার ঘরটা এত পরিষ্কার থাকে না, আলমারি-টালমারিগুলোও এখানে অনেক চমকিলা। এখানে এটুকু দেখছেন, কিন্তু ভেতরে এলে দেখবেন এর কোনো শেষই নেই। তা ছাড়া এখানে অনেক মজা, সেটাও দেখতে পাবেন! যা চাইবেন, করবেন— কেউ না বলবে না। এটাই তো জিনিয়াকে বলছিলাম, ও বুঝছে না। এই তো আমি কাল একটা ভালো কবিতা লিখে ফেললাম, সবাই কত সুন্দর বলল। ওখানে তো কেউ বলেইনি। শুনবেন?'

ধূর্জটি আশঙ্কিত হয়ে বলল, 'এখন থাক নাহয়। শুনে নেব খন পরে।' পকেট থেকে আদিত্য একটা কাগজ বার করতে যাচ্ছিল, আবার বিমর্ষ হয়ে ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর বলল, 'আসবেন না কি দাদা?'

ধূর্জটি আড়চোখে জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখে, সে অন্যমনস্ক হয়ে এখনও জানালা দিয়ে বাইরে কী দেখছে।

'নাহ্, এই বয়সে আর... বুঝলে-না? পরে যদি আর ভালো না লাগে।'

তারপর জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে একটু গলাটা চড়িয়ে বলে, 'তুই একটু বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নে, বুঝলি? বড্ড ধকল গেছে তোর।'

জিনিয়া একটু বিমর্ষ। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, তা-ই করি ধূর্জটিদা। ওবেলায় আসব আবার।' তারপর টেবিল থেকে ব্যাগটা তুলে বলে, বাক্সটা কি নিয়ে যাব তাহলে?'

'এখানেই রেখে যা বরং এখন', ধূর্জটি বলে। 'এটা সামনে থাকলে তোর আর রেস্ট হবে না। আর বিকেলে তো আসছিসই। তখন নিস?'

আদিত্যও জিনিয়া যাচ্ছে দেখে একটু যেন মনমরা হয়ে পড়ে। কিন্তু সে অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই সামলে নিয়ে বলল, 'আমিও একটু দেখা করে আসি ওদের সঙ্গে, ওদিকে। জলদি আসতে বলেছিল। এখন একটা খুব ভালো প্রতিবাদের মিটিং আছে। জব্বর দেরি হয়ে গেছে।'

'বাড়িতে ঘুরেই আসি তাহলে, না?' জিনিয়ার সেই তরতাজা ব্যাপারটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। হাঁটার মধ্যে সেই চনমনে ভাবটা আর নেই। বেরোতে বেরোতে ধূর্জটিকে বলে, 'কী আছে বলোতো ওখানে, ধূর্জটিদা? বেরোতে চাইছে না কেন?'

দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে দেখে ধূর্জটি। ভেতরের ছবিটা বদলে গেছে আবার। এবারেও একটা ঘরই বটে অবশ্য। সেখানে কয়েকটা বেতের মোড়া ইতস্তত ছড়ানো, চারদিকে গদি পাতা, তার ওপর কয়েকটা তাকিয়া, দেখলেই মনে হয় গাটা এলিয়ে দিয়ে বসি একটু। মাঝে একটা টেবিল, কিন্তু তার ওপরের কাচটায় আড়াআড়ি চিড়টা আর নেই যেন। সবই যেন বেশ চকচকে গোছের। তবে ঘরটা খালি। ধূর্জটি বাক্সটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ঢোকার ফুটোটা খুঁজতে শুরু করে।